পরিমার্জিত ডিপিএড
(প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ)

মডিউল ২
শিক্ষার্থী উন্নয়ন

উপমডিউল ৩
শিক্ষার্থী উন্নয়ন

তথ্যপুস্তক

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

পরিমার্জিত ডিপিএড
(প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ–বিটিপিটি)

লেখক

ড. রবিউল ইসলাম, সুপারিনটেনডেন্ট, পিটিআই, শরীয়তপুর
মো: শাহনেওয়াজ খান চন্দন, সহকারী অধ্যাপক, আই ই আর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
আব্দুল্লাহেল মাসুম, ইন্স্ট্রাক্টর, ইউআরসি, মহাদেবপুর, নওগাঁ
এ কে এম ওবায়েদুল্লাহ, ইন্স্ট্রাক্টর, ইউআরসি, শ্রীপুর, গাজীপুর
নাসির উদ্দিন, সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ

পরিমার্জনকারী

মাহবুবুর রহমান
সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ

প্রধান সমন্বয়ক

ফরিদ আহাম্মদ
সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

ডেপুটি সমন্বয়ক

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান
সদস্য, প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, এনসিটিবি

সম্পাদক

মো: কামরুজ্জামান
সুপারিনটেনডেন্ট, ঢাকা পিটিআই

সহযোগী সম্পাদক

নাসির উদ্দিন
সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)

কারিকুলাম ডেভলপার সমন্বয়ক

মো: দুলাল মিয়া
শিক্ষা অফিসার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রকাশনা

প্রশিক্ষণ বিভাগ
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
ডিসেম্বর ২০২৩

মুখবন্ধ

বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। পরিবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে শিক্ষার্থীকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের মডেল সবসময় পরিবর্তনের ও পরিমার্জনের দাবি রাখে। শিক্ষকের প্রায়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং প্রশিক্ষণকে অর্থবহ করতে আমাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সবসময় সমন্বয় করা হয়।

শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন বা কার্যকর শিখনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছেন শিক্ষক। তবে শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতির অভাবে শিক্ষার্থীর উন্নয়ন পরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন হয় না। আবার প্রশিক্ষণ উপকরণ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষকের মান ইত্যাদির ন্যূনতার কারণেও শিক্ষকের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ব্যাহত হয়। এই প্রেক্ষিতে একজন শিক্ষকের বিষয়বস্তু ও কার্যকর শিখন শেখানো কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা জরুরি।

বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রবর্তিত ডিপিএড (ডিপ্লোমা-ইন-প্রাইমারি এডুকেশন) কোর্স এ যাবতকাল মানসম্মত শিক্ষক বিনির্মাণে ভূমিকা রাখলেও তা ছিল অপ্রতুল। তাই ডিপিএড ইফেক্টিভনেস স্টাডির মাধ্যমে ডিপিএড কোর্সের সীমাবদ্ধতা নিরূপণ করে তা পরিমার্জনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের যেকোনো কোর্স পরিচালনার মূল লক্ষ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও সংশ্লিষ্ট শিখন সামগ্রীর সফল বাস্তবায়ন। ইতোমধ্যে শিক্ষাক্রমে যেমন ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছে তেমনি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত পাঠ্যপুস্তকেরও পরিমার্জনের কাজ চলমান। তাই সময়ের প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় সংস্কার ও যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিক্ষকগণের পেশাগত জ্ঞান ও প্রায়োগিক দক্ষতার মধ্যে কার্যকর নেতৃত্বের বিকাশ এবং শিক্ষকতা পেশায় সফলতা অর্জনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জরুরি। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগতজ্ঞান ও উপলব্ধি, পেশাগত অনুশীলন ও মূল্যবোধের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে দক্ষ, সৃজনশীল, সহযোগিতামূলক মনোভাবাপন্ন, অভিযোজনক্ষম এবং প্রতিফলনমূলক অনুশীলন ও জীবনব্যাপী শিখনে আগ্রহী শিক্ষক তৈরি হবেন বলে আশা করা যায়।

এ প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন, উন্নয়ন ও পরিমার্জনে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। মডিউলটি সম্পাদনা ও পরিমার্জনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে ধন্যবাদ জানাই।

পিটিআইতে শিক্ষক-প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত মডিউলসমূহ নতুনভাবে প্রাণ সঞ্চার করবে বলে আমি আশা করি।

ফরিদ আহাম্মদ
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রসঙ্গকথা

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষক উন্নয়নে ডিপিএড এবং সি-ইন-এড কর্মসূচি সুদীর্ঘকাল যাবৎ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। দেশের সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এ প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির ফলে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এক ধরনের সদর্থক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তবে এটা অনস্বীকার্য যে, প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগতমান উন্নয়নে এ কোর্স তার গ্রহণযোগ্যতা সর্বাংশে পালন করতে পারে নি। কারণ সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের শিখন চাহিদায়ও পরিবর্তন এসেছে। পরিমার্জন করা হয়েছে শিক্ষাক্রম, প্রণীত হয়েছে নতুন পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক সহায়িকা। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষক-উন্নয়ন কার্যক্রমেরও পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাই বিদ্যমান প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে এবং ডিপিএড কোর্স পরিমার্জন করে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণীত হয়েছে।

বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষককে একাডেমিক লিডার হিসেবে মান্য করা। তাই, বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিক্ষকগণের মধ্যে কার্যকর নেতৃত্বের বিকাশ এবং বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বের অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই পরিমার্জিত ডিপিএড (ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন) প্রশিক্ষণে **'শিক্ষার্থী উন্নয়ন'** শীর্ষক সাব মডিউলটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত মডিউলে শিক্ষার্থী উন্নয়নের ধারণা, সমস্যা সমাধান দক্ষতা, সুক্ষ্ম-চিন্তন দক্ষতা, সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা, স্ব-বিশ্লেষণ দক্ষতা, সামাজিক দক্ষতা, শিশুর মূল্যবোধ, বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সন্নিবেশ করা হয়েছে।

অংশীজনের মতামত ও চাহিদার ভিত্তিতে এই মডিউলে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচিত বিষয়বস্তুর আলোকে জাতীয় পর্যায়ের দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বিষয়স্তুর প্রাথমিক পরিমার্জন ও ক্ষেত্র বিশেষে উন্নয়ন করা হয়। পরবর্তী সময়ে ব্যবহারকারী ও বিশেষজ্ঞগণের মতামত নিয়ে চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা হয়।

প্রশিক্ষণের জন্য যেকোন উপকরণ প্রণয়ন ও উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই মডিউলও প্রশিক্ষণের পর শিক্ষকের প্রত্যাশিত উন্নয়নের ওপর প্রভাব পরিমাপ বিষয়ক গবেষণা পরিচালিত হবে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রয়োজনে এই মডিউলটি পরিমার্জনের পথ খোলা থাকবে। এছাড়াও প্রশিক্ষণ মডিউলটির অধিকতর উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে বিষয়বস্তু সংযোজন করা হবে।

মেধা ও নিরলস শ্রম দিয়ে শিক্ষার্থী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়নে ও পরিমার্জনে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ড. উত্তম কুমার দাশ
অতিরিক্ত মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

সুচিপত্র

অধিবেশন	অধিবেশন শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	শিক্ষার্থী উন্নয়নের ধারণা	
২	সুক্ষ্ম-চিন্তন দক্ষতা (Critical Thinking Skill)	
৩	সমস্যা সমাধান দক্ষতা (Problem Solving Skill)	
৪	সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা (Creative Thinking Skill)	
৫	স্ব-বিশ্লেষণ দক্ষতা (Self-analysis Skill)	
৬	সামাজিক দক্ষতা (Social Skill)	
৭	শিশুর মূল্যবোধ (Children Values)	
৮	বিশ্ব নাগরিকত্ব দক্ষতা (Global Citizenship Skill)	

অধিবেশন-১	শিক্ষার্থী উন্নয়নের ধারণা	সহায়ক তথ্য

অংশ-ক

শিক্ষার্থী উন্নয়নের ধারণা

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক পরিসরে শিক্ষার্থীকে অভিযোজিত করতে হলে শুধুমাত্র একমুখী চিন্তায় পারদর্শী করে গড়ে তোলার কোনো সুযোগ নেই। যদিও বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষাসেবায় তথ্যপ্রযুক্তির লাগসই সংযোজনের মতো পদক্ষেপগুলো শিক্ষা কাঠামোয় ইতিবাচক রূপান্তর এনে দিয়েছে। তবে আমরা আজ উন্নয়নের যাত্রাপথে যে যুগসন্ধিক্ষণে উপণীত, সেইক্ষণে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীকে দক্ষ জনশক্তির বিকাশকে নির্বিঘ্ন ও সাবলীল রাখতে সক্ষমতার সর্বোত্তম স্তরে পৌঁছে দেওয়া সময়ের চ্যালেঞ্জ। এমনই এক প্রেক্ষাপটে একটি আধুনিক, মানবিক ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে শিক্ষার্থীর উন্নয়নকে বিবেচনায় নেওয়া। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষককে প্রস্তুত করে তোলা।

অংশ-খ: শিক্ষার্থী উন্নয়নের জন্য কতিপয় দক্ষতা

- সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা (Critical Thinking Skill)
- সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা (Creative Thinking Skill)
- সমস্যা সমাধান দক্ষতা (Problem Solving Skill)
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা (Decision Making Skill)
- যোগাযোগ দক্ষতা (Communication Skill)
- স্ব-বিশ্লেষণ দক্ষতা (Self-analysis Skill)
- ব্যবস্থাপনা দক্ষতা (Self-management Skill)
- সহযোগিতামূলক দক্ষতা (Collaboration Skill)
- বিশ্ব নাগরিকত্ব দক্ষতা (Global Citizenship Skill)
- জীবিকায়ন দক্ষতা (Employability Skill)

১। সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা (Critical thinking skills)

কোনো বিমূর্ত ও তাত্ত্বিক বিষয় বা বাস্তব জীবনের সমস্যা অনুপুঙ্খভাবে অনুধাবন বা সমাধান করার জন্য তথ্য-উপাত্ত অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও ব্যবহার করার বিশেষ ধরনের পদ্ধতিগত চিন্তন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারাকে সূক্ষ চিন্তন দক্ষতা (Critical Thinking) নামে অভিহিত করা হয় । অধিকাংশ সময়েই মানুষ সচেতনভাবে উপলব্ধি করতে না পারলেও সূক্ষ্ম চিন্তন করার সময় সে আসলে চিন্তনের কতগুলো শৃঙ্খলাবদ্ধ ধাপ অনুসরণ করে কোনো একটি সমাধান বা সিদ্ধান্তে পৌছায়। এমন দক্ষতায় পারদর্শী শিক্ষার্থীরা যে কোনো জটিল বিষয় নিয়ে কাজ করার সময় অনুসন্ধানী দৃষ্টিকোণ থেকে একাধিক সূক্ষ্ম দক্ষতাকে সমন্বয় করে কাজ করেন, যেমন বিষয়টির ধরন অনুযায়ী চিন্তার কৌশল নিয়ে চিন্তা করা, অনুসন্ধানী প্রশ্ন করার কৌশল অনুসরণ, বিশ্লেষণ, সংযোজন ও যৌক্তিকতা নির্ধারণ ইত্যাদি। এর ফলে জটিল বিষয় নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয়।

২। সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা (Creative Thinking Skill)

গতানুগতিক চিন্তাভাবনার বাইরে নিজস্ব মতামতের মাধ্যমে নতুন ধারণা সৃষ্টি ও বাস্তবায়নের দক্ষতাই সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা। এমন দক্ষতায় পারদর্শী শিক্ষার্থীরা কোনো বিষয় নিয়ে কাজ করার সময় গতানুগতিক চিন্তা ধারার পরিবর্তে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করে; এর মাধ্যমে যেমন নতুন কৌশল ও উপায় বেরিয়ে আসে, তেমনি নতুন পথের এবং সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়। পরিবর্তনশীল বিশ্বে এমন দক্ষতাই ব্যক্তি ও সমাজকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে।

৩। সমস্যা সমাধান দক্ষতা (Problem Solving Skill)

সমস্যা চিহ্নিত করে পদ্ধতিগতভাবে সে সমস্যার সহজ সমাধানে উপনীত হওয়ার দক্ষতাই সমস্যা সমাধান দক্ষতা। সমস্যা সমাধানের নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চর্চা করার মধ্য দিয়ে এই দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে সমস্যার কারণ চিহ্নিত করে তা বিশ্লেষণ করা, সে অনুযায়ী সমাধানের সম্ভাব্য উপায়সমূহ যাচাই বাছাই করে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৪। সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা (Decision Making Skill)

পরিস্থিতি অনুধাবন করে কোনো সমস্যার তথ্যভিত্তিক একাধিক সমাধানে উপনীত হওয়া এবং যৌক্তিকভাবে একটি সমাধান বাছাই করাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা। অনেকেই যৌক্তিক চিন্তা না করেই সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণে যারা পারদর্শী তারা সুনির্দিষ্টভাবে বিষয়েটিকে চিহ্নিত করে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেন, এরপর সম্ভাবনা ও ঝুঁকি বিবেচনা করে সম্ভাব্য উপায়সমূহ যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেন। ফলে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া যায়।

৫। যোগাযোগ দক্ষতা (Communication Skill)

কার্যকর এবং সহজবোধ্যভাবে তথ্য বা মতামত প্রকাশ করার দক্ষতাই যোগাযোগ দক্ষতা। আমরা মৌখিক, অভিব্যক্তি এবং লিখিত বার্তা ব্যবহার করে তথ্য, মতামত, অনুভূতি ইত্যাদি প্রকাশ করি। এক্ষেত্রে সক্রিয় শ্রবণ, উপস্থাপন শৈলী, আগ্রহের সাথে বার্তা দেয়া-নেয়ার দক্ষতার সমন্বিত প্রয়োগ যোগাযোগ দক্ষতাকে বৃদ্ধি করে।

৬। স্ব-বিশ্লেষণ দক্ষতা (Self-analysis Skill)

কোনো বিষয়ের তথ্য, সংশ্লিষ্ট কাজ অনুপুঙ্খভাবে খুঁজে দেখে সমস্যার সঠিক সমাধান করতে পারাই হলো স্ব-বিশ্লেষণ দক্ষতা। স্ব-বিশ্লেষণ দক্ষতা হল নিজের শক্তি, দুর্বলতা, চিন্তাভাবনা, অনুভূতি এবং আচরণ সম্পর্কে সচেতন থাকার এবং বোঝার ক্ষমতা। এটি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা।

শিক্ষার্থী যদি বিশেষ দিনে বিশেষ কোন অনুষ্ঠানে যেতে চায় সে জন্য কি পোষাক পরবে তা নির্ধারণ করতে ও বিশ্লেষণ করতে হয়।

শিক্ষার্থী নিজেকে প্রশ্ন করতে পারে:

- আমি এখানে কি তথ্য বিবেচনা করছি?
- আমি কি বিশ্লেষণ করব?
- আমি কি কারো কাছে পরামর্শ চাইব?
- কার কাছে পরামর্শ চাইতে হবে?
- কি ধরণের অনুষ্ঠান?
- কোন ধরণের লোকের সমাগম হবে?
- কেমন রঙের পোষাক পরতে হবে?

ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিবে যে কোন পোষাক পরতে হবে।

৭। স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা (Self-management Skill)

সমৃদ্ধ জীবন ও উন্নত সমাজ গঠনে ব্যক্তির বিভিন্ন দক্ষতার পাশাপাশি প্রয়োজন স্ব-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কার্যকরভাবে আত্ম-পরিচর্যা বা নিজেকে ইতিবাচকভাবে পরিচালিত করার সক্ষমতা অর্জন করে ভালো থাকা। এজন্যে বিশেষ কিছু দক্ষতার সমন্বয় প্রয়োজন, যেমন আত্ম সচেতনতা ও আত্ম-বিশ্লেষণ করার দক্ষতা, আবেগিক বুদ্ধিমত্তা, সামাজিক বুদ্ধিমত্তা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব নিয়ন্ত্রণ, পারস্পরিক সম্পর্কের ফলপ্রসূ ব্যবহার, প্রাত্যহিক জীবন যাপন দক্ষতা এবং সর্বোপরি সময় ব্যবস্থাপনা দক্ষতা।

৮। সহযোগিতামূলক দক্ষতা (Collaboration Skill)

কোন কাজ সম্পাদনে ও উৎকর্ষতা অর্জনে পারস্পরিক সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্যে প্রয়োজন সম-মনোভাব ও দলগত চেতনা সৃষ্টি করা। বৈচিত্রকে মূল্য দিয়ে বিভেদ কমিয়ে আনা, সহযোগিতার ক্ষেত্র ও কার্যক্রম সুনির্দিষ্ট করা এবং কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে সহযোগিতার পরিধি প্রসারিত করা মুলত এই দক্ষতার অন্তর্গত।

৯। বিশ্ব নাগরিকত্ব দক্ষতা (Global Citizenship Skill)

বিশ্ব নাগরিকত্ব হল এমন একটি ধারণা যা মানুষকে বৈশ্বিক পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট উপলব্ধি করে সেখানে তার অবস্থান সুনির্দিষ্ট করতে সহায়তা করে। বিশ্ব নাগরিকত্বের দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তি জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার নিজ পরিসর, সমাজ, সংস্কৃতি তথা দেশে সক্রিয় ভুমিকা পালন করে একটি যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন করেন যা বৈষম্যহীন বিশ্ব তৈরিতে এবং মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখে। বিশ্ব নাগরিকত্বের দক্ষতাসম্পন্ন প্রজন্ম দেশ তথা বিশ্বের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত উন্নয়নে সক্রিয় ভুমিকা পালন করে। বৈশ্বিক নাগরিকত্ব মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে সকলের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ, সহনশীল, একীভূত, সুরক্ষিত এবং টেকসই বিশ্ব গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করে।

১০। জীবিকায়ন দক্ষতা (Employability Skill)

কর্মজগতের জন্য প্রস্তুত হতে এবং নিজেকে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটে যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে যে দক্ষতাসমুহ প্রয়োজন তাই হচ্ছে জীবিকায়ন দক্ষতা। কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার পাশাপাশি নিজের কাজ নিজে করতে পারার দক্ষতা, আর্থিক সাক্ষরতা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দক্ষতা, ব্যবসায়িক যোগাযোগ ও উদ্যোক্তা হওয়ার দক্ষতা, কর্মক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতা, নিরাপত্তা ও চাকুরি অনুসন্ধানের দক্ষতা, ভবিষ্যত কর্মদক্ষতা সুনির্দিষ্ট পেশায় নিয়োগের যোগ্যতা বৃদ্ধি করে। এসকল দক্ষতাসমূহের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা কর্মক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের সাথে সাথে নতুন কর্মে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে।

অংশ-গ

শিক্ষার্থী উন্নয়নে শিক্ষাক্রমে প্রদত্ত দক্ষতাসমূহ অর্জনের গুরুত্ব

- অন্যের মতামত ও অবস্থানকে সম্মান ও অনুধাবণ করা;
- প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের ভাব ও মতামত যথাযথ মাধ্যমে সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করা;
- সূক্ষ্মচিন্তনের মাধ্যমের সামগ্রিক বিষয়সমূহ বিবেচনা করে সকলের জন্য যৌক্তিক ও সর্বোচ্চ কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে পারা;
- ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে সম্মান করে নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক হয়ে নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনপূর্বক বিশ্ব নাগরিকের যোগ্যতা অর্জন করা;
- সমস্যার প্রক্ষেপণ, দ্রুত অনুধাবন, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ তাৎপর্য বিবেচনা করে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যৌক্তিক ও সর্বোচ্চ কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে ও সমাধান করতে পারা;
- পারস্পরিক সহযোগিতা, সম্মান ও সম্পীতি বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারা এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বাসযোগ্য পৃথিবী তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারা;
- নতুন দৃষ্টিকোণ, ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগের মাধ্যমে নতুনপথ, কৌশল ও সম্ভাবনা সৃষ্টি করে শৈল্পিকভাবে তা উপস্থাপন এবং জাতীয় ও বিশ্বকল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারা;
- নিজের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়ে নিজ অবস্থান ও ভূমিকা জেনে ঝুঁকিহীন নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং বৈশ্বিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ তৈরি করতে ও বজায় রাখতে পারা;
- প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল পৃথীবিতে ঝুঁকি মোকাবেলা এবং মানবিক মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে নিরাপদ ও সুরক্ষিত জীবন ও জীবিকার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে পারা;
- পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে দৈনন্দিন উদ্ভুত সমস্যা গাণিতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা ব্যবহার করে সমাধান করতে পারা;
- ধর্মীয় অনুশাসন, সততা ও নৈতিক গুণাবলি অর্জন এবং শুদ্ধাচার অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকৃতি ও মানব কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারা।

অধিবেশন-২	সূক্ষ্ম-চিন্তন দক্ষতা (Critical Thinking Skill)	সহায়ক তথ্য

সহায়ক তথ্য: ১

অংশ ক: শিক্ষার্থীর সূক্ষ্ম-চিন্তন এর ধারণা

সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা (Critical Thinking Skill) কোনো বিষয় অনুপুঙ্খভাবে অনুধাবন বা সমস্যা সমাধান করার জন্য তথ্য-উপাত্ত অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও ব্যবহার করার বিশেষ ধরনের পদ্ধতিগত চিন্তন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারাকে সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা নামে অভিহিত করা হয়। সূক্ষ্ম চিন্তন করার সময় মানুষ চিন্তনের কতগুলো শৃঙ্খলাবদ্ধ ধাপ অনুসরণ করে কোনো একটি সমাধান বা সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। এমন দক্ষতায় পারদর্শী শিক্ষার্থীরা যেকোনো জটিল বিষয় নিয়ে কাজ করার সময় অনুসন্ধানী দৃষ্টিকোণ থেকে একাধিক চিন্তন দক্ষতাকে সমন্বয় করে কাজ করে; যেমন: বিষয়টির ধরন অনুযায়ী চিন্তার কৌশল নিয়ে চিন্তা করা, অনুসন্ধানী প্রশ্ন করার কৌশল অনুসরণ, বিশ্লেষণ-সংযোজন ও যৌক্তিকতা নির্ধারণ ইত্যাদি। এর ফলে জটিল বিষয় নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয়। পরিবর্তনশীল বিশ্বে এমন দক্ষতাই ব্যক্তি ও সমাজকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে। শিশু উপযুক্ত পরিবেশ পেলে এই যোগ্যতা তাদের সহজাতভাবেই বিকশিত হয়। জাতীয় শিক্ষাক্রমের রূপরেখায় এই নির্দেশনা সুস্পষ্টভাবে দেয়া হয়েছে। পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ও পাঠ পরিচালনায় কার্যকর পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীর সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে হবে।

সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা

শিক্ষার্থীর যে কোনো বিমূর্ত ও তাত্ত্বিক বিষয় বা বাস্তব জীবনের সমস্যা অনুপুঙ্খভাবে অনুধাবন বা সমাধান করার জন্য তথ্য-উপাত্ত অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও ব্যবহার করার বিশেষ ধরনের পদ্ধতিগত চিন্তন প্রক্রিয়াই সূক্ষ্ম চিন্তন।

এই পদ্ধতিগত চিন্তন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারাকে সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা বলা হয় (জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১)।

এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়

- সমস্যার সম্ভাব্য কারণ উপলব্ধি করতে পারা;
- কোনো বিষয়কে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে দেখতে পারা;
- সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানের উপায় চিহ্নিত করতে পারা;
- কোনো কিছুর ভালো ও মন্দ দুটি দিক বিবেচনা করতে পারা;
- নৈর্ব্যক্তিকভাবে কোনো কিছু ব্যাখ্যা করতে পারা;
- যুক্তির ব্যবহার করা;
- সমস্যা বিশ্লেষণ করতে পারা;
- শেষে মূল্যায়নের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা সমাধান করতে পারা।

সূক্ষ্ম-চিন্তন এর উদাহরণ-

- সামর্থ ও দুর্বলতা সনাক্তকরণ,
- সীমিত তথ্যের ভিত্তিতে পূর্বানুমান করা,
- বিতর্ক মডারেট করা,
- বিচারকার্য করা,
- রচনা গ্রেডিং করা,
- কিছু বিশ্বাস করা বা না করার সিদ্ধান্ত নেয়া,
- যে কোনো পরিস্থিতির সর্বোত্তম সমাধান করা।

সহায়ক তথ্য-২: শিক্ষার্থীর সূক্ষ্ম-চিন্তন দক্ষতা গুরুত্ব

- সূক্ষ্ম-চিন্তন দক্ষতা শিক্ষার্থীকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
- কোনো বিষয়বস্তু বুঝতে সহায়তা করে।
- সঠিক তথ্য পেতে সহায়তা করে।
- সঠিক মূল্যায়নে সহায়তা করে।
- সূক্ষ্ম-চিন্তন শিখনকে স্থায়ী করে।
- শিক্ষার্থীকে নতুন সমস্যাসমূহের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে ও প্রতিক্রিয়া জানাতে সহায়তা করে।
- শিক্ষার্থী নতুন সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়।
- বিশ্লেষণ করার দক্ষতা শিক্ষার্থীর নতুন বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রকাশ পায়।

সহায়ক তথ্য-৩: শিক্ষার্থীর সূক্ষ্ম-চিন্তন দক্ষতা যেভাবে উন্নয়ন করা যায়

শিক্ষার্থীর সূক্ষ্ম-চিন্তন দক্ষতাকে উন্নয়ন করতে তাদের সামর্থ্য ও বয়স বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ও বয়সের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাদের সূক্ষ্ম-চিন্তন দক্ষতার কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। কয়েকটি কৌশল দেয়া হলো:

- **বোধ্যগম্যতা বাড়াতে বার বার পড়তে দেয়া:** শিক্ষার্থীর কোনো বিষয়ে চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বার বার পড়তে দিতে হবে। তাদেরকে ছোট ছোট প্রশ্ন করে চিন্তনে উৎসাহিত করতে হবে যাতে বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে পারে।
- **সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানগুলির মধ্যে হতে উত্তম সমাধান বাছাই করা:** কোনো সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানগুলি হতে কোনটি সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বা উত্তম তা বাছাই করতে দেয়া। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা যাতে সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে চিন্তা করতে হয়।
- **গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে সমাধানের দিকে যাওয়া:** কোনো সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে শিক্ষক নিজে না করে শিক্ষার্থীদের কাছে উপায় জিজ্ঞেস করে মতামত নেয়া। তাদেরকে বার বার প্রশ্ন করে সূক্ষ্ম চিন্তার করতে সহায়তা করার মাধ্যমে সমস্যার গভীরে প্রবেশ করানো যাতে তারা সঠিক সমাধানের দিকে যেতে পারে।

- **মূল্যায়নের মাধ্যমে চিন্তন দক্ষতা বাড়াতে করণীয়:** শিক্ষার্থী যা শিখেছে তা স্মরণ করতে পারা, যা শিখেছে তা অনুধাবন করতে পারা, লব্ধ ধারণা নিজের ভাষায় প্রকাশ করতে পারা, তথ্যকে শ্রেণিবিন্যাস করতে পারা, সারসংক্ষেপ তৈরি বা ব্যাখ্যা করতে পারা। অর্জিত জ্ঞান নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা, ধারণা বা যুক্তিকে বিশ্লেষণ করতে পারা, কোনো বিষয়ে যুক্তি সহকারে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে পারা, কোনো শিক্ষার্থীর বাড়তি সহায়তা প্রয়োজন কিনা, এমন প্রশ্ন করা যাতে শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তকে সরাসরি উত্তর না পায় চিন্তা করে উত্তর বের করতে হয়।

৫ম শ্রেণির শিক্ষাক্রম থেকে সূক্ষ্ম-চিন্তন দক্ষতা সংশ্লিষ্ট কয়েকটি শিখনফলের নমুনা

১. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (১৫.৩.৪): বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পের অবদান উল্লেখ করতে পারবে।
২. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (১২.১.১): জনসংখ্যা জনসম্পদে রূপান্তরের উপায় বলতে পারবে।
৩. প্রাথমিক বিজ্ঞান (১০.২.১): প্রযুক্তির বিকাশ ও ব্যবহারের মাধ্যমে জীবন যাপনের মান উন্নয়নের বর্ণনা করতে পারবে।
৪. আমার বাংলা বই (৩.১.১): ছবি দেখে উক্ত বিষয় নিয়ে রচনা লিখতে পারবে।
৫. গণিত (২০.৭.২): সরলীকরণের মাধ্যমে ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ও বন্ধনী ব্যবহার করে দৈনন্দিন জীবনের সহজ সমাধান করতে পারবে।

অধিবেশন-৩	সমস্যা সমাধান দক্ষতা (Problem Solving Skill)	সহায়ক তথ্য

সহায়ক তথ্য-১:

সমস্যা সমাধান দক্ষতা

সমস্যা চিহ্নিত করে পদ্ধতিগতভাবে সে সমস্যার সহজ সমাধানে উপনীত হওয়ার দক্ষতাই সমস্যা সমাধান দক্ষতা। সমস্যা সমাধানের নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চর্চা করার মধ্য দিয়ে এই দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এ ক্ষেত্রে সমস্যার কারণ চিহ্নিত করে তা বিশ্লেষণ করা, সে অনুযায়ী সমাধানের সম্ভাব্য উপায়সমূহ যাচাই বাছাই করে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। (জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১)

সমস্যা সমাধান হলো একটি পদ্ধতি প্রয়োগ করার প্রক্রিয়া- যা আগে থেকে জানা নেই- এমন একটি সমস্যা যে একটি নির্দিষ্ট সেটের শর্ত সাপেক্ষে এবং যে সমস্যা সমাধানকারী আগে দেখেননি, একটি সন্তোষজনক সমাধান পাওয়ার জন্য (সেন্টার ফর টিচিং এক্সিলেন্স, ইউনির্ভাসিটি অব ওয়াটারলু)।
সমস্যা সমাধানের দক্ষতা হলো কোনো সমস্যা শনাক্ত করা, বিশ্লেষণ করা এবং কার্যকরভাবে সমাধান করার ক্ষমতা।

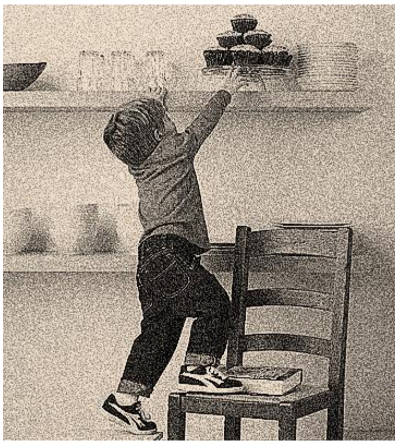

যেমন, উঁচু স্থান থেকে কিছু সংগ্রহের সমস্যা;
কোনো বর্ণ দিয়ে শুরু হয় এমন ফুল, ফল, মাছ ইত্যাদির নাম লেখা/বলা;
৩, ১, ২ এই তিনটি অংক দিয়ে দশক স্থানে ৩ রেখে বৃহত্তম সংখ্যা তৈরি;
একটা সমস্যাকে গণিতের নিয়মে সাজানো, ইত্যাদি।

খেলার সাথীদের সাথে দ্বন্দ্ব মিটানো বা সমঝোতা- প্রত্যেক শিশুদের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় আর এটা প্রাত্যহিক ঘটনা। অভিভাবক বা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রতিনিয়ত তৈরি হওয়া সমস্যা সমাধান সবসময় সম্ভব হবে না। তাই শিক্ষার্থীদের নিজেদের সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা গড়ে তুলতে সহায়তা করা। আর এভাবেই তাদের মনোবল, আত্মবিশ্বাস ও স্বতন্ত্রসত্তা গড়ে উঠবে। কোন সমস্যার মুখে নিষ্ক্রিয় বা ভিত না হয়ে তাদের কাজ করার ইচ্ছা, যৌক্তিক চিন্তা, সমাধান না হওয়া পর্যন্ত লেগে থাকার ধৈর্য গড়ে উঠবে। শিশু উপযুক্ত পরিবেশ পেলে এই যোগ্যতা তাদের সহজাতভাবেই বিকশিত হয়। জাতীয় শিক্ষাক্রমের রূপরেখাতে এই নির্দেশনা সুস্পষ্টভাবে দেয়া হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও পাঠ পরিচালনায় কার্যকর পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধান দক্ষতার বিকাশ ঘটানো যায়।

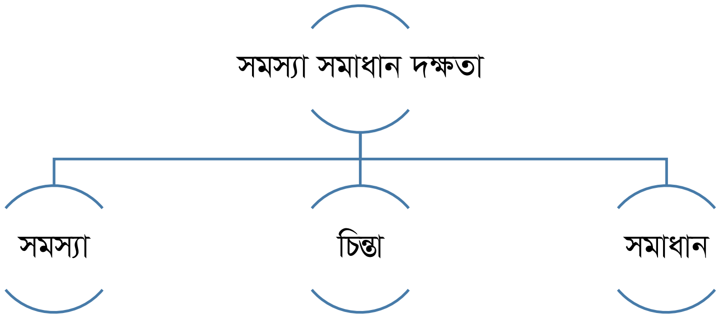

কোনো লক্ষ্য অর্জনে অথবা বিদ্যমান পরিস্থিতির উন্নয়নের উপায় যখন অজানা বা অনিশ্চিত তখন তা সমাধানের সম্ভাব্য উপায় খোঁজার সক্ষমতাকে আমরা বলতে পারি সমস্যা সমাধান দক্ষতা। অজানা কোনো কিছু যখন সমাধান করতে পারি, তখন আমরা বলি সমস্যা সমাধান করেছি। কোনো কাজ বা সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে পেতে অভিজ্ঞতার ব্যবহার খুব গুরুত্বপূর্ণ।

যেমন: গাণিতিক ধারণা ব্যবহার করে দিয়ে বাজার করে টাকা আদান প্রদানের মাধ্যমে দাম পরিশোধ করা (একাধিক সামগ্রী কিনে ৫০০ টাকার নোট দিয়ে দাম পরিশোধ ও অতিরিক্ত টাকা ফেরত নেয়া);
পরিমাপের একক ও জ্যামিতির ধারণা ব্যবহার করে দিয়ে খেলার ঘর তৈরি অথবা দুজনের উচ্চতার তুলনা করা;

সহায়ক তথ্য-২: শিক্ষাক্রম থেকে শিখনফল শনাক্তকরণ

উদাহরণ:
১। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (১২.১.১): মৌলিক চাহিদার উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে।
২। প্রাথমিক বিজ্ঞান (৭.৩.১): বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করে সমস্যা সমাধানের কৌশল নির্ধারণ করতে পারবে।
৩। গণিত (১৪.১.১): কথায় ও চিত্রে বর্ণিত সমস্যাকে গাণিতিক প্রক্রিয়া ব্যবহার করে প্রকাশ করতে পারবে।
৪। গণিত (১৪.২.১): গুণ ও ভাগ সংক্রান্ত সমস্যার গাণিতিক রূপ দিতে পারবে এবং সমাধান করতে পারবে।
৫। গণিত (১৪.৩.২): গাণিতিক রাশি সরলীকরণ করে সমাধান করতে পারবে।
৬। গণিত (১৪.৪.১): যোগ/বিয়োগ ও গুণ/ভাগ সংক্রান্ত তিন স্তর বিশিষ্ট সমস্যার সমাধান করতে পারবে।
৭। গণিত (২০.৭.২): সরলীকরণের মাধ্যমে ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ও বন্ধনী ব্যবহার করে দৈনন্দিন জীবনের সহজ সমাধান করতে পারবে।
৮। বাংলা (৩.১.৫): তথ্যমূলক রচনা শুনে সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে।
৯। বাংলা (২.২.২): শিক্ষকের আলোচনা শুনে বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
১০। বাংলা (৪.১.৭): রূপকথা, গল্পের কাহিনি, নাটিকা শুনে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
১১। ইংরেজি (1.6.1): Get specific information from listening to a variety of descriptions।

সহায়ক তথ্য-৩: সমস্যা সমাধান দক্ষতা বৃদ্ধিতে করণীয়

শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধান সক্ষমতাকে বিবেচনা করা:

শিশু বা শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধান দক্ষতাকে উৎসাহিত করতে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা ও বয়স বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ও বয়সের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাদের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ নির্ধারণ করতে হবে।

সমস্যা সমাধানের দৃষ্টান্ত দেখানো:

কোনো সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে চিন্তার প্রক্রিয়াগুলো শিক্ষার্থীদের বলা। তাদের সাথে কাজ করার সময় বাস্তব সমস্যা সমাধান করে দেখানো যাতে সাদৃশ্যপূর্ণ সমস্যা তারা নিজেরা সমাধান করতে পারে। একই সাথে গুরুত্বপূর্ণ হলো উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভুল করে- ভুল করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ভীতি দূর করা। এতে শিক্ষার্থীর মধ্যে ভুল করার ভীতির বদলে প্রচেষ্টার মনোভাব দৃঢ় হবে। প্রথম প্রচেষ্টা ভুল হলেও আবার চেষ্টা, আবার চেষ্টা এমন প্রেষণা গড়ে উঠবে।

শিশুদের মতামত প্রদানের সুযোগ তৈরি:

কোনো সমস্যা সমাধানে শিক্ষক নিজে না করে শিশুদের কাছে উপায় জিজ্ঞেস করা। এতে শিক্ষার্থী ভুল করাকে সহজভাবে নিতে শিখবে এবং প্রচেষ্টার প্রতি উৎসাহিত হবে, তাদের সমস্যা সমাধান চর্চার সুযোগ তৈরি হবে। আর শিক্ষক যখন শিক্ষার্থীর মতামত ও সমাধানকে প্রশংসা করবেন, উৎসাহ দিবেন- তাদের আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠবে আর নিজে থেকে সমস্যা সমাধানে সক্রিয় প্রবণতা গড়ে উঠবে।

শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অনুযায়ী প্রশ্ন বা সমস্যা তৈরি করা:

শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অনুযায়ী প্রশ্ন বা সমস্যা তৈরি করার জন্য, প্রথমে শিক্ষার্থীর বর্তমান জ্ঞান এবং দক্ষতার স্তরটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। এটি করার জন্য, শিক্ষক হিসেবে শিক্ষার্থীর সাথে কথা বলতে পারেন, তাদের কাজ মূল্যায়ন করতে পারেন বা তাদের একটি প্রাথমিক পরীক্ষা বা মূল্যায়ন দিতে পারেন। একবার শিক্ষার্থীর সামর্থ্য সম্পর্কে একটি ভাল ধারণা পাওয়ার পরে, তাদের জ্ঞান এবং দক্ষতার স্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রশ্ন বা সমস্যা তৈরি করতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে,

- প্রশ্ন বা সমস্যাগুলির স্তর অবশ্যই শিক্ষার্থীর জ্ঞান এবং দক্ষতার স্তরের উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত। প্রশ্ন বা সমস্যাগুলি খুব সহজ বা খুব কঠিন হওয়া উচিত নয়।
- প্রশ্ন বা সমস্যাগুলি অবশ্যই শিক্ষার্থীদের চিন্তাভাবনা এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা প্রয়োগ করার সুযোগ দেওয়া উচিত। শিক্ষার্থীদের জ্ঞানকে নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে এবং নতুন তথ্য এবং ধারণাগুলি শিখতে উৎসাহিত করা উচিত।
- প্রশ্ন বা সমস্যাগুলি অবশ্যই শিক্ষার্থীদের আগ্রহী এবং চ্যালেঞ্জিং হওয়া উচিত। তারা শিক্ষার্থীদের শিখতে এবং তাদের জ্ঞান এবং দক্ষতা উন্নত করতে উৎসাহিত করা উচিত।

- প্রশ্ন বা সমস্যাগুলিকে ধীরে ধীরে কঠিন করে তুলুন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ প্রশ্ন বা সমস্যা দিয়ে শুরু করতে হবে এবং তারপরে ধীরে ধীরে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে প্রশ্ন বা সমস্যাগুলি আরও কঠিন করে তুলতে হবে।
- প্রশ্ন বা সমস্যাগুলিকে বিভিন্ন উপায়ে জিজ্ঞাসা করতে হবে। একই ধারণাটি পরীক্ষা করার জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন বা সমস্যা ব্যবহার করতে পারেন। এটি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দক্ষতা প্রয়োগ করতে এবং তাদের জ্ঞানকে নতুন উপায়ে প্রয়োগ করতে উৎসাহিত করবে।
- প্রশ্ন বা সমস্যাগুলিকে বাস্তব-বিশ্বের পরিস্থিতিতে সংযুক্ত করুন। এটি শিক্ষার্থীদের তাদের জ্ঞান এবং দক্ষতাগুলিকে বাস্তব-বিশ্বের সমস্যাগুলি সমাধান করতে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করবে।

শিক্ষার্থীকে চেষ্টার সুযোগ তৈরি করে দেয়া:

সমাধান বা উত্তর না বলা। শিক্ষার্থীদের প্রচেষ্টার সুযোগ দেয়া, ভুল করার পরেও শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টার সুযোগ তৈরি করা। এতে শিক্ষার্থীর ভুল-সঠিক; ব্যর্থতা-সাফল্যেও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা নিশ্চিত হবে। শিক্ষক কখনও উত্তর বা সমাধানের চাবি হতে পারে না। বরং শিক্ষকের দক্ষতা হলো সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সমাধানের সুযোগ তৈরি করে দেয়া।

সমস্যা সমাধানের কাঠামো ব্যবহার করুন:

একটি সমস্যা সমাধানের কাঠামো শিশুদের সমস্যার মধ্য দিয়ে কাজ করার একটি পদ্ধতি প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি একটি কাঠামো ব্যবহার করতে পারেন যা সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সম্ভাব্য সমাধান বিকাশ, সমাধানগুলি মূল্যায়ন এবং একটি সমাধান বাস্তবায়নের মতো পদক্ষেপগুলি অন্তর্ভুক্ত করে।

খেলাধুলা এবং খেলাধুলা:

খেলাধুলা এবং খেলাধুলা শিশুদের সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বিকাশের জন্য একটি দুর্দান্ত উপায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি খেলায়, শিশুদের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে, সিদ্ধান্ত নিতে এবং তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে হবে।

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন:

শিশুকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা একটি দুর্দান্ত উপায় তাদের চিন্তাভাবনা প্রক্রিয়া শুরু করতে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন, "এই সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানগুলি কী কী?" বা "তুমি এই সমস্যাটি কীভাবে সমাধান করবে?"

সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন শিক্ষার্থী বিভিন্ন মানসিক কৌশল কাজে লাগানো:

- শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য: কিছু শিক্ষার্থী অন্যদের তুলনায় আরও বিশ্লেষণাত্মক বা সৃজনশীল হতে পারে। এটি তাদের বিভিন্ন মানসিক কৌশল ব্যবহার করার দিকে পরিচালিত করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা: কিছু শিক্ষার্থী অন্যদের তুলনায় আরও বেশি সমস্যা সমাধানের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। এটি তাদের বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করার দিকে পরিচালিত করতে পারে।

- শিক্ষার্থীদের শিক্ষা: শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধানের কৌশল সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে শিখতে পারে। এটি তাদের বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করার দিকে পরিচালিত করতে পারে।
- বিশ্লেষণ: সমস্যার কারণ এবং সম্ভাব্য সমাধানগুলি বোঝার জন্য তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা।
- সৃজনশীলতা: নতুন সমাধানের জন্য ধারণাগুলি তৈরি করা।
- সমসাময়িকতা: একাধিক সমাধান বিবেচনা করা এবং সেগুলির সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি তুলনা করা।
- নমনীয়তা: নতুন তথ্য বা পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য করা।
- সংকল্প: একটি সমাধান বাস্তবায়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকা।

শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়া:

শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়ার অনেক সুবিধা রয়েছে। এটি শিক্ষার্থীদের:

- তাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা এবং সমাধান তৈরি করতে উৎসাহিত করে।
- তাদের সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করে।
- তাদের সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা বিকাশে সহায়তা করে।
- তাদের দক্ষতা এবং জ্ঞান প্রয়োগ করার সুযোগ দেয়।
- তাদের শেখার প্রক্রিয়ার উপর আরও নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করে।

শিশুকে সমস্যা সমাধানের জন্য কৃতিত্ব দিন:

শিশু যখন একটি সমস্যার সমাধান করে তখন তাকে কৃতিত্ব দিন। এটি তাদের আত্মবিশ্বাস এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

অধিবেশন-৪	সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা (Creative Thinking Skill)	সহায়ক তথ্য

সহায়ক তথ্য-১:

সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা

শিশুর সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা হল এমন একটি দক্ষতা যা তাদের নতুন ধারণা তৈরি করতে, সমস্যা সমাধান করতে এবং উদ্ভাবনী হতে সহায়তা করে। এটি শিশুদের নতুন ধারণা তৈরিতে, সমস্যা সমাধানে, নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা সৃষ্টিতে, দক্ষতা এবং জ্ঞান প্রয়োগে উৎসাহিত করে।

শিক্ষাবিদ রোনাল্ড বেগেটো সৃজনশীলতাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, "কোন একটি নতুন ধারণা আত্মস্থ করতে পারার দক্ষতা বা কোন সমস্যার একটি প্রায়োগিক সমাধান বের করতে পারার দক্ষতাকেই সৃজনশীলতা বলে"।

বেগেটো সৃজনশীলতা সংশ্লিষ্ট চারটি দক্ষতার কথা বলেছেন তা হলঃ

সৃজনশীলতা সংশ্লিষ্ট দক্ষতা	**সৃজনশীলতার সাথে সম্পর্কিত আচরণ**
নতুন কোনো ধারণা নিয়ে চিন্তা করতে পারে।	কোনো একটি পাঠ সমাপ্ত করতে যেসব নতুন নতুন ধারণা আসছে সেগুলো আত্মস্থ করতে পারা।
নতুন কোনো ধারণা বিশ্লেষণ করতে পারে।	কিছু মৌলিক শিখন সংশ্লিষ্ট দক্ষতা যেমন- ভাষাগত দক্ষতা, নমনীয়তা, কোনো বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে পারার দক্ষতা।
নতুন কোনো ধারণা সাহস নিয়ে সবার সাথে উপস্থাপন করতে পারা।	কোনো জটিল ধারণা বা পাঠ সম্পর্কে কৌতুহলী হওয়া।
আত্মসচেতনতা	পাঠের অস্পষ্টতাকে বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণের মাধ্যমে ছোট ছোট সহজবোধ্য ধারণায় ভেঙ্গে তা স্পষ্ট করে বোঝা।

একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে সৃজনশীলতার সব দক্ষতাই যে সক্রিয়ভাবে উপস্থিত থাকবে এমনটি নয়। সৃজনশীলতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুপ্তভাবেও থাকতে পারে। শিক্ষকের কাজ হল সৃজনশীলতা সংশ্লিষ্ট দক্ষতাসমূহকে চিহ্নিত করে তা বিকাশে সহায়তা করা।

জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ এর সংজ্ঞানুসারে, গতানুগতিক চিন্তা-ভাবনার বাইরে নিজস্ব মতামতের মাধ্যমে নতুন ধারণা সৃষ্টি ও বাস্তবায়নের দক্ষতাই সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা। এমন দক্ষতায় পারদর্শী শিক্ষার্থীরা কোনো বিষয় নিয়ে কাজ করার সময় গতানুগতিক চিন্তা ধারার পরিবর্তে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করে; এর মাধ্যমে যেমন নতুন কৌশল ও উপায় বেরিয়ে আসে। অন্যদিকে তেমন নতুন পথের এবং সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। পরিবর্তনশীল বিশ্বে এমন দক্ষতাই ব্যক্তি ও সমাজকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে।

সৃজনশীল চিন্তাভাবনার কিছু নির্দিষ্ট উদাহরণ হল:

- একজন লেখক একটি নতুন গল্পের ধারণা তৈরি করে।
- একজন প্রকৌশলী একটি নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে।
- একজন ব্যবসায়ী একটি নতুন ব্যবসায়িক মডেল তৈরি করে।
- একজন শিল্পী একটি নতুন শিল্পকর্ম তৈরি করে।

অংশ-খ: শিক্ষার্থীর সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধিতে করণীয়

শিশুর সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করার জন্য শিক্ষক, অভিভাবক এবং অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্কদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

- সৃজনশীলতার জন্য একটি ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করুন। শিশুদেরকে সৃজনশীল হতে উৎসাহিত করুন এবং তাদের কাজের জন্য ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দিন।
- প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার ক্ষমতা: সৃজনশীল চিন্তাভাবনা শুরু করার প্রথম পদক্ষেপ হল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা। শিক্ষার্থীকে সবসময় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে তার মাঝে নতুন ধারণা তৈরি হবে। তার সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।
- শিশুদের তাদের চিন্তাভাবনা এবং প্রশ্নগুলি ভাগ করে নিতে উৎসাহিত করুন। তাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে এবং তাদের ধারণাগুলি অন্বেষণ করতে উৎসাহিত করুন।
- শিশুদের বিভিন্ন ধরনের সৃজনশীল কার্যকলাপের সাথে জড়িত করুন। তাদেরকে তাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা এবং সমাধান তৈরি করার সুযোগ দিন।
- গল্প বলা: শিশুদের তাদের নিজস্ব গল্প তৈরি করতে উৎসাহিত করুন। তাদেরকে একটি বিষয়ে বা চরিত্র দিয়ে শুরু করতে দিন এবং তারপরে তাদের নিজস্ব গল্প তৈরি করতে দিন। তাদের গল্পের জন্য চিত্র বা স্কেচ তৈরি করতে উৎসাহিত করতে পারেন।
- শিল্প এবং কারুশিল্প: শিশুদের বিভিন্ন ধরনের শিল্প এবং কারুশিল্পের সাথে জড়িত করুন। তাদেরকে বিভিন্ন উপকরণ এবং প্রযুক্তি (সম্ভব হলে) ব্যবহার করে তাদের নিজস্ব সৃজনশীল কাজ তৈরি করতে দিন।
- প্রকল্প-ভিত্তিক শিখন: শিশুদের তাদের নিজস্ব প্রকল্প তৈরি করতে উৎসাহিত করুন। তাদেরকে একটি সমস্যা বা প্রশ্ন দিয়ে শুরু করতে দিন এবং তারপরে তাদের নিজস্ব সমাধান বা উত্তর তৈরি করতে দিন।
- সৃজনশীল গেম এবং খেলা: শিশুদের বিভিন্ন ধরণের সৃজনশীল গেম এবং খেলা খেলতে দিন। এই গেমগুলি তাদের নতুন ধারণা তৈরি করতে, সমস্যা সমাধান করতে এবং উদ্ভাবনী হতে উৎসাহিত করবে।
- সমস্যা সমাধানের দক্ষতা: সৃজনশীল চিন্তাভাবনা সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন ধরণের সমস্যা তৈরি করে দেন। সৃজনশীল চিন্তাভাবনা নতুন ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করে যা সমস্যার সমাধান করতে পারে। নতুন উদ্ভাবনী ধারণা তৈরি হয়।
- সৃজনশীল চিন্তাভাবনার জন্য সময় এবং প্রচেষ্টা দেওয়া: সৃজনশীল চিন্তাভাবনা একটি দক্ষতা যা বিকাশের জন্য সময় এবং প্রচেষ্টা লাগে। ধৈর্য ধরে এবং সৃজনশীল চিন্তাভাবনার জন্য সময় দিলে শিক্ষার্থীর এই দক্ষতাটির বিকাশ ঘটবে।

অধিবেশন-৫	স্ব-বিশ্লেষণ দক্ষতা (Self-analysis Skill)	সহায়ক তথ্য

অংশ-ক: স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতার ধারণা ও গুরুত্ব

কর্মপত্র (স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতার মাত্রা যাচাই ছক)

(১-কখনোই না, ২-মাঝে মাঝে, ৩-প্রায়, ৪-সাধারণত, ৫-সবসময়)

ক্রম	বিবৃতি	১	২	৩	৪	৫
	পারদর্শিতা ব্যবস্থাপনা					
১	আমি আমার প্রাত্যহিক কাজের তালিকা তৈরি করি					
২	আমি আমার কাজ সময়মত শেষ করার চেষ্টা করি					
৩	সময়ের কাজ সময়ে করতে আমি সিডিউল তৈরি করি					
৪	আমি সবসময় আমার কাজ সময়মত শেষ করি					
৫	লক্ষ্য অর্জনে আমি সকলের থেকে সবধরনের সহযোগিতা নিয়ে থাকি					
৬	সময়কে আরো কীভাবে ভালোভাবে কাজে লাগানো যায় এ নিয়ে আমি প্রায়ই চিন্তা করি					
৭	ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার উন্নয়নে আমি বিশেষ নজর দেই					
৮	আমি আমার জন্য দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য নির্ধারণ করি					
৯	আমি সবসময় সময় মেনে চলি					
১০	কোনো লক্ষ্য অর্জনের সাথে সাথে আমি নিজেকে পুরস্কৃত করি					
১১	আমি কাজের পরিবেশে বিশৃঙ্খলা পছন্দ করি না					
	সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা					
১২	আমি প্রায় সবার সাথেই মিশি					
১৩	যোগাযোগের সময় আমি মানুষজনকে বুঝতে পারি					
১৪	বন্ধুরা বিপদে পড়লে আমার সহযোগিতা নেয়					
১৫	আমি আমার মনের অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি					

১৬	অন্যের সবলতা আমি সহজেই চিহ্নিত করতে পারি					
১৭	বন্ধুদের জীবনমান উন্নয়নে আমি সবসময় গঠনমূলক পরামর্শ দেই					
১৮	কারো উপর রাগ হলেও আমি আমার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি					
১৯	বিপদে পড়লেও আমি ইতিবাচক চিন্তা করি					
২০	হতাশ হলে আমি নিজেকে আনন্দ দেয়ার চেষ্টা করি					
২১	অন্যদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমি সমস্যা মোকাবেলা করতে পারি					

সহায়ক তথ্য: স্ব-ব্যবস্থাপনা

স্ব-ব্যবস্থাপনা বলতে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে একজনের আবেগ, চিন্তাভাবনা এবং আচরণকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার দক্ষতাকে বোঝায়। স্ব-ব্যবস্থাপনাকে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ বা আত্ম-পরিচালন দক্ষতা হিসেবেও অভিহিত করা হয়। স্ব-ব্যবস্থাপনার মধ্যে রয়েছে স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণ, সহজেই পরিতৃপ্ত না হওয়া, নিজেকে অনুপ্রাণিত করা, এবং ব্যক্তিগত ও একাডেমিক লক্ষ্য নির্ধারণ এবং সেই লক্ষ্য অর্জনে কাজ করা। স্ব-ব্যবস্থাপনায় দক্ষ শিক্ষার্থীরা প্রস্তুতি ক্লাসে আসে, পাঠে মনোযোগী থাকে, শিক্ষকের নির্দেশাবলি যথাযথভাবে অনুসরণ করে, সহপাঠীরা কথা বলার সময় বাঁধা দেয় না, এবং একক কাজ গুরুত্ব দিয়ে সম্পন্ন করে। শিশুর স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা তার ভবিষ্যতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ইঙ্গিত দেয়। যেমন সে কতটা সফলতার সাথে পড়ালেখা সমাপ্ত করবে, শারীরিক স্বাস্থ্য কেমন থাকবে, কতটা উৎপাদনশীল হবে, সবকিছুতেই পরনির্ভরশীল থাকবে কি না, অপরাধমূলক কাজে জড়াবে কি না ইত্যাদি।

স্ব-ব্যবস্থাপনাকে নিজের কাজ এবং সময় পরিচালনা করার ক্ষমতা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। শিশু নিজেকে সংগঠনের দক্ষতা, নিজেকে নির্দেশনা প্রদান, নিজেকে অনুপ্রাণিত করা এবং নিজেকে নিরীক্ষণের দক্ষতাও এর অন্তর্ভুক্ত। তবে শুধুমাত্র একজন শিশু হিসাবে কার্য সম্পাদনের সক্ষমতা নয়, অপরকে কার্যকরভাবে সহযোগিতা করার ক্ষমতাও এর আওতাভুক্ত।

স্ব-ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক রয়েছে, যেমন স্ব-সচেতনতা, স্ব-প্রেরণা, স্ব-যত্ন এবং স্ব-নেতৃত্ব। যে শিশু এই দক্ষতাগুলিতে ভাল, তারা তাদের জীবনের দায়িত্ব নিতে এবং কার্যকরভাবে তাদের কাজ পরিচালনা করতে সক্ষম। স্ব-ব্যবস্থাপনায় দক্ষ শিশু বুঝতে পারবে কোন কাজগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কাজ সম্পাদনে শিশু নিজের শক্তি এবং দুর্বলতাগুলি সনাক্ত করতে পারেন।

স্ব-ব্যবস্থাপনাকে একজনের জীবনে ছোট পরিবর্তন আনয়নের একটি প্রক্রিয়া হিসাবে দেখা যেতে পারে যা সময়ের সাথে সাথে বড় পরিবর্তন ঘটায়। এটি এমন এক দক্ষতা যা মানুষকে তাদের কর্মজীবনে সফল হতে সহযোগিতা করে।

স্ব-ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক

স্ব-নির্দেশনা

স্ব-সচেতনতা

স্ব-যত্ন

স্ব-নেতৃত্ব।

স্ব-প্রেরণা

স্ব-সংগঠন

স্ব-নিরীক্ষণ

স্ব-ব্যবস্থাপনা বৈশিষ্ট্যঃ

- নিজের শক্তি, দুর্বলতা, লক্ষ্য এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতনতা।
- নিজের আবেগ, আচরণ এবং চিন্তাভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা।
- স্ব-নিয়ন্ত্রণ থাকা। চাপের মধ্যেও শান্ত এবং দৃঢ় থাকা।
- অর্জন উপযোগী লক্ষ্যগুলি নির্ধারণ।
- পরিকল্পনা থাকা।
- সময়কে কার্যকরভাবে ব্যবহার করার ক্ষমতা।
- দক্ষতা এবং ক্ষমতা উন্নত করার জন্য পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন।
- অভিজ্ঞতা থেকে শেখা এবং কর্মক্ষমতা উন্নত করার জন্য কাজ করা।
- প্রতিটি কাজ সম্পাদনের পর তার প্রতিফলন থাকা।

একজন শিক্ষকের দায়িত্ব শিশুকে স্ব-ব্যবস্থাপনা বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন নিশ্চিত করা।

স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা অনেকগুলো দক্ষতার সমন্বিত রূপ।	যোগাযোগ দক্ষতা
	সমস্যা সমাধান দক্ষতা
	স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণ দক্ষতা
	সময় ব্যবস্থাপনা দক্ষতা
	সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা
	আবেগ নিয়ন্ত্রণ দক্ষতা

শিক্ষার্থীর স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধির গুরুত্ব

The Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL) দ্বারা চিহ্নিত পাঁচটি সামাজিক-সংবেদনশীল শিক্ষার (Social Emotional Learning) দক্ষতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা হল স্ব-ব্যবস্থাপনা। এই দক্ষতা তাদের নিজস্ব শিখনে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকার, তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া পাওয়ার এবং স্বাধীনতা অর্জন করার ক্ষমতা দেয়। সেই সাথে অন্যের উপর নির্ভরশীলতা কমায়। এটি এমন একটি দক্ষতা যা শিক্ষার্থীদের সারাজীবন সাফল্য অর্জনে সহায়তা করে। শিক্ষার্থীর স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা তার বিদ্যালয় ও ব্যক্তিজীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। যেমন-

- ✓ ঝড়ে পড়ার সম্ভাবনা কমায়।
- ✓ একাডেমিক ফলাফলে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।
- ✓ জীবনমানের উন্নয়ন ঘটায়।
- ✓ আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায়।
- ✓ উৎপাদনশীলতা বাড়ায়।
- ✓ অল্প সময়ে কাজ সম্পন্ন করার দক্ষতা বাড়ায়।
- ✓ অপরের উপর নির্ভরশীলতা কমায়।

শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে নিয়মনীতি ও করণীয় নির্ধারণ

শিক্ষার্থীদের মতামত নিয়ে শ্রেণিকক্ষের নিয়মনীতি, পাঠের করণীয় ইত্যাদি নির্ধারণ করা তাদের স্ব-ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধির একটি কৌশল হতে পারে। পূর্বের নির্ধারণ করা নিয়মনীতির সাথে শিক্ষার্থীরা সত্যিকারের সংযুক্তি খুঁজে নাও পেতে পারে। শিক্ষার্থীরা যখন আদর্শ/নিয়মনীতি তৈরি করে অথবা এসব তৈরিতে তাদের মতামত নেয়া হয়, তখন তারা সেগুলি অনুসরণ করার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। উপরন্তু, শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের মধ্যে নিয়ম ও চুক্তি তৈরির মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে।

কাজের তালিকা তৈরি

শিক্ষার্থীদের চিন্তা, পরিকল্পনা, এবং সামগ্রিক কাজ সংগঠিত করার জন্য কাজের তালিকা তৈরি একটি কার্যকর কৌশল। এর ফলে তাদের স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষার্থীরা দলে কাজ করলে দলের সদস্যদের কাজ নির্দিষ্ট করে কাজের তালিকা তৈরি করা যেতে পারে। তবে এই তালিকা শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় তৈরি করলে তা আরো কার্যকর হবে।

চেকলিস্ট ও রুব্রিক্স তৈরি

রুব্রিক্স এবং চেকলিস্ট তৈরি স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধির একটি ভালো কৌশল। এগুলো আরও কার্যকর হয় যখন সেগুলি শিক্ষার্থীদের সাথে সহ-সৃষ্টি করা হয়। এতে শিক্ষার্থীদের কাছে এসবের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে। শিক্ষার্থীদের নিজেদের এবং তাদের সমবয়সীদের কাজ মূল্যায়ন করতে এসব ব্যবহার করা হয়।

সময় ব্যবস্থাপনা লগ তৈরি

সময় ব্যবস্থাপনা লগ তৈরির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নথিভুক্ত করে যে তারা নির্দিষ্ট কাজ, অ্যাসাইনমেন্ট বা অন্যান্য কাজে কতক্ষণ ব্যয় করবে। লগ তাদের সময়কে আরও দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে অনুপ্রাণিত করে।

নমনীয় আসন এবং স্থান

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের কাজ করার জন্য বিভিন্ন জায়গা থাকে। কিছু ছাত্র একা একা এককোণে নীরবে কাজ করতে পছন্দ করে, আবার অন্যরা দলীয়ভাবে টেবিলে বসে কাজ করতে পছন্দ করে। কে কোনো টেবিলে/অবস্থানে শিখবে এই স্বাধীনতা দেয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্ব-পরিচালন শেখানো যেতে পারে। শিক্ষক হিসাবে আপনি কাজ এবং শেখার জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করার মাধ্যমে তাদের স্ব-পরিচালন প্রশিক্ষণ দিতে পারেন।

লক্ষ্য নির্ধারণ

লক্ষ্য নির্ধারণ শিক্ষার্থীদের স্ব-ব্যবস্থাপনা বাড়াতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। এটি আরো কার্যকর হয় যখন শিক্ষার্থী নিজেই নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে। শিক্ষকের কাজ হল শিক্ষার্থীকে লক্ষ্য নির্ধারণে সহায়তা করা।

স্ব- অনুচিন্তন

উপরের বর্ণিত কৌশলগুলো অকার্যকর হতে পারে যদি না শিক্ষার্থীরা সেগুলির প্রয়োগ এর ব্যাপারে স্ব-অনুচিন্তন করতে না পারে। আমরা যেমন কোন বিষয়বস্তু শেখার সময় স্ব-অনুচিন্তন করি, তেমনি আমাদের শেখার প্রক্রিয়া নিয়েও অনুচিন্তন দরকার। সেই সাথে স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধিরও স্ব- অনুচিন্তন দরকার।

অধিবেশন-৬	সামাজিক দক্ষতা (Social Skill)	সহায়ক তথ্য

অংশ-ক: সামাজিক দক্ষতা

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের 'শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি ২০১২' এ সামাজিক বিকাশের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে 'সামাজিক বিকাশ বলতে মূলত শিশুর সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার কলাকৌশলকে বোঝানো হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলঃ যোগাযোগ নৈপুন্য, ভাব বিনিময়, বন্ধুত্ব গড়ে তোলা এবং অন্যদের সাথে সম্পর্ক নির্মাণ।'

পারস্পরিক তথ্য আদান-প্রদান করার জন্য মৌখিক, লিখিত, অ-বাচনিক (ইশারা, শারীরিক অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি), এবং ব্যক্তিগত উপস্থিতির মাধ্যমে যোগাযোগ দক্ষতাই সামাজিক দক্ষতা।

সামাজিক দক্ষতা শিশু বিকাশের মৌলিক দক্ষতা। জীবনের প্রথম বছরগুলিতে শিশুদের সামাজিকীকরণ এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশ শুরু হয়। শৈশবকালে এই সামাজিক দক্ষতার বিকাশ একটি শিশুর পরবর্তী বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। যে শিশুরা ছোটবেলা থেকেই এই দক্ষতা অর্জন করে, তাদের সাথে অন্যদের বোঝাপড়া ভাল হয়। তাদের অন্যদের সাথে সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সম্পর্ক তৈরি, কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং একটি সুস্থ সামাজিক জীবন বজায় রাখার জন্য সামাজিক দক্ষতা অপরিহার্য। সামাজিক দক্ষতা এমন আচরণ যা সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়।

<u>সামাজিক দক্ষতাসমূহ:</u>

মৌখিক যোগাযোগ, অ-মৌখিক (অবাচনিক) যোগাযোগ, সহানুভূতি, নেতৃত্ব, সমস্যা সমাধান, সৃজনশীলতা, সহানুভূতি, সমানুভূতি, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, দানশীলতা, সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা, ধন্যবাদ জ্ঞাপন, ভদ্রতা, শ্রদ্ধাবোধ, আত্মবিশ্বাস, সৎসাহস, সমতা, সাম্যতা, মিতব্যয়িতা, ধৈর্য্যধারণ, নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন প্রভৃতি।

<u>সামাজিক দক্ষতার ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ</u>

- **যোগাযোগ দক্ষতা:** মৌখিক, লিখিত ও অবাচনিক যোগাযোগ দক্ষতাসমূহ।
- **সহানুভূতিমূলক দক্ষতা:** সহানুভূতি, সমানুভূতি, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, দানশীলতা, অন্যের অনুভূতি ও চাহিদা বুঝতে শেখা, প্রকৃতির সাথে বন্ধুত প্রভৃতি।
- **মূল্যবোধ অনুশীলনমূলক দক্ষতা:** সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি।
- **শিষ্টাচার অনুশীলনমূলক দক্ষতা:** সম্ভাষণ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন, ভদ্রতা, শ্রদ্ধাবোধ প্রভৃতি।
- **দায়িত্বশীল আচরণের দক্ষতা:** আত্মবিশ্বাস, সৎসাহস, সমতা, সাম্যতা, মিতব্যয়িতা, ধৈর্য্যধারণ, নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন প্রভৃতি।

অংশ-গ: <u>সামাজিক দক্ষতাবৃদ্ধিতে শিক্ষক হিসেবে করণীয়</u>

সামাজিক দক্ষতা স্থির নয়, সময়ের সাথে সাথে উন্নত ও পরিমার্জিত হতে পারে। এই দক্ষতাগুলি সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং সংস্কৃতির পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত। অনুশীলন ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে সামাজিক দক্ষতার উন্নতি হয়। জন্ম থেকেই বিকশিত হতে শুরু হয় এবং সময়ের সাথে সাথে শক্তিশালী হয়। এই দক্ষতাগুলি শিশুদের সাথে

অন্যান্যদের দৈনন্দিন মিথস্ক্রিয়ার ফলাফল। সামাজিক দক্ষতা বিকাশে ছোটবেলা থেকেই পিতামাতা, শিক্ষক ও অন্যান্যদের সাথে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক হিসেবে সামাজিক দক্ষতাবৃদ্ধিতে করণীয়:

- শিশুকে সম্ভাষণ, অভিবাদন, ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং কুশল বিনিময় করতে শিখানো।
- শিক্ষার্থীকে সামাজিক দক্ষতামূলক ইতিবাচক কাজকর্মের দৃষ্টান্ত দেখানোর মাধ্যমে শিখানো।
- শিক্ষার্থীকে সামাজিক ইতিবাচক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া।
- শিক্ষার্থীকে অন্যদের সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ দেয়া।
- শিক্ষার্থীকে নতুন লোকেদের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য সুযোগ করে দেয়া।
- বিদ্যালয়ের সকল ধরনের অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- শিক্ষার্থীকে সহানুভূতিশীল হওয়া শিখতে সাহায্য করা। অন্যদের অনুভূতি বুঝতে এবং তাদের সাথে সহানুভূতিশীল হতে সাহায্য করা।
- শিক্ষার্থীকে অন্যদের অনুভূতি সম্পর্কে কথা বলতে উৎসাহিত করা।
- শিক্ষার্থীকে অন্যদের সাহায্য করার সুযোগ করে দেয়া।
- শিক্ষার্থীকে অন্যদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া।
- শিক্ষার্থীকে দলগত কাজের দক্ষতা শিখতে সাহায্য করা। দলগত কাজের দক্ষতা শিক্ষার্থীর সামাজিক দক্ষতা উন্নত করতে সাহায্য করে। তাই, শিক্ষার্থীকে দলগত প্রকল্পগুলিতে অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করা।
- দলগত লক্ষ্যগুলি অর্জনের জন্য সহযোগিতা করার গুরুত্ব সম্পর্কে তাকে শিক্ষা দেয়া।
- দলগত কাজের সময় অন্যদের সাথে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ এবং ধৈর্যশীল হওয়া জন্য তাকে উৎসাহিত করা।
- শিক্ষার্থীর সামাজিক দক্ষতা উন্নয়নে উৎসাহ এবং সমর্থন প্রদান করা।
- শিক্ষার্থীর সাফল্যকে স্বীকৃতি দেয়া এবং তাকে উৎসাহিত করা।
- নির্দেশিত খেলার পাশাপাশি শিশুকে মুক্তভাবে অন্যদের সাথে খেলা শিখানো।
- বন্ধুদের সঙ্গে খেলনা ভাগ করে একসঙ্গে খেলতে উৎসাহিত করা।
- গল্প করার পাশাপাশি অন্যের কথা মন দিয়ে শোনার বিষয়ে উৎসাহিত করা।
- বড় দলের সঙ্গে কাজ ও সহযোগিতামূলক আচরণ করতে শেখানো।
- পরিবারের ছোট ছোট কাজে শিশুকে কাজ করতে উৎসাহ দেয়া এবং কে কি কাজ করেছে, তা শুনা।
- শিশু কিছু চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে না দিয়ে ধৈর্য্য ধরতে শেখানো।
- ভালো কাজে প্রশংসা করা এবং ভালো কাজ করতে উৎসাহিত করা।
- অভিভাবকগণকে বলে দেয়া যেন বাড়িতে অতিথি আসলে তাদের সন্তানকে অতিথির কুশল বিনিময় করার সুযোগ তৈরি করে দিতে বলুন।
- গল্প করার পাশাপাশি অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা জরুরি। শিক্ষার্থীকে এ বিষয়টিও শেখান।
- অন্যকে সাহায্য করতে শেখান ও বড় দলের সঙ্গে কাজ বা খেলা করতে উৎসাহিত করা।

অধিবেশন-৭	শিশুর মূল্যবোধ (Children Values)	সহায়ক তথ্য

অংশ-ক: মূল্যবোধ

মূল্যবোধ হল এমন কিছু মৌলিক বিশ্বাস যা শিশুরা সমাজ বা পরিবার থেকে পেয়ে থাকে এবং যার সাহায্যে শিশুরা ভাল বা মন্দ এবং সমাজের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য আচরণগুলো রপ্ত করতে শেখে। মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার মধ্যে পার্থক্য হল নৈতিকতা সার্বজনীন কিন্তু মূল্যবোধ সমাজ বা স্থানভেদে বিভিন্ন হতে পারে। যেমন- সত্য কথা বলা বা ঘুষ বর্জন করা সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত ভাল কাজ। তাই এগুলো নৈতিকতার পর্যায়ে পড়ে। আবার, আমাদের সমাজে ধুমপান/মদপান ঘৃণিত বিষয় হলেও কোনো কোনো সমাজে ধুমপান/মদপান সামাজিক অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তাই এটি মূল্যবোধ।

প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুদের মূল্যবোধের ক্ষেত্র

শিশুদের চরিত্র গঠনে মূল্যবোধ নৈতিকতার মতই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মূল্যবোধ শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিকতা কিভাবে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে হবে তা শিশুরা শিখতে পারে। উন্নত শিক্ষা, উপযুক্ত পরিবেশ পেলে মূল্যবোধ আরো সমৃদ্ধ হয় এবং তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বিস্তৃত হয়। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুদের মূল্যবোধ শিক্ষা দেয়া খুবই প্রয়োজনীয়। প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুদের মূল্যবোধ শেখানোর গুরুত্ব নিম্নে আলোচনা করা হল-

চরিত্র গঠন

প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে শিশুদের যেসব মূল্যবোধ শেখানো হয় তা বহুদিন পর্যন্ত শিশুর স্মৃতিতে থেকে যায়। তাই এই সময়ে শেখানো মূল্যবোধ শিশুর মনে এবং চরিত্রগঠনে গভীর প্রভাব ফেলে। এই সময়ে মূল্যবোধ শেখানোর মাধ্যমে শিশুরা সত্যবাদিতা, সম্মান প্রদর্শন, দানশীলতা, পরিশ্রম প্রভৃতি গুণাবলী অর্জন করতে পারে। এর ফলে শিশুরা ভাল-মন্দের পার্থক্য বুঝতে পারে এবং কোন ঘটনাকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে, বস্তুনিষ্ঠভাবে চিন্তা করতে বিশ্লেষণ করতে শেখে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় মূল্যবোধ শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করলে সুনাগরিক এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠিত হয়।

ভাল-মন্দের পার্থক্য নির্ণয়

শিশুরা অনেকটা কাদা-মাটির মত। প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুদের যেসব মূল্যবোধ শেখানো হবে সেই মূল্যবোধ প্রয়োগ করেই শিশু ভাল এবং মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করতে শিখবে। শিশুরা ভাল এবং মন্দের পার্থক্য সহজে বুঝতে পারে না। তারা তাদের চোখের সামনে যা হতে দেখে সাধারণত সেসব আচরণকেই তারা অনুকরণ করে থাকে। ফলে অনেক সময়েই তারা এমন আচরণ করতে পারে যা সমাজে গ্রহণযোগ্য না। এই বয়সে মূল্যবোধ শিক্ষা না দিলে সেসব আচরণ তাদের চরিত্রে স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে। তাই প্রাথমিক পর্যায় শিশুদের মূল্যবোধ শেখানোর মাধ্যমে ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার সক্ষমতা অর্জনের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। তবে এই শিক্ষা সামাজিক নিয়ম-নীতি শিশুদের উপর চাপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে দেয়া যাবে না। বরং আনন্দদায়ক শিখনের মাধ্যমে, পরিবার এবং বিদ্যালয়ের সমন্বিত প্রচেষ্টায় শিশুকে মূল্যবোধ শিক্ষা দিতে হবে।

আবেগিক বুদ্ধিমত্তা

আবেগিক বুদ্ধিমত্তা হল কখন কি ধরণের আবেগ কি মাত্রায় প্রকাশ করতে হবে তা অনুধাবন করতে পারার সক্ষমতা। শিশুদের মূল্যবোধ শেখানোর মাধ্যমে তাদের আবেগিক বুদ্ধিমত্তা বিকশিত হয়। শিশুরা ভাল-মন্দ নির্ণয় এবং উত্তম চরিত্র গঠনের মাধ্যমে বুঝতে পারে যেকোন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কিভাবে ধৈর্য্য এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। এতে শিশুদের মানসিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এর মাধ্যমে শিশুরা আত্মসচেতন হয় এবং সমাজে যেসব কাজ বা আচরণ গ্রহণযোগ্য তাই তারা করতে চায়। আবেগিক বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে শিশুদের মানসিক পরিপক্কতা অর্জিত হয়, তারা আত্মবিশ্বাসী হয় এবং তাদের সুস্থ মানসিক বিকাশ ঘটে।

শুদ্ধাচার শেখা

মূল্যবোধ শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে শুদ্ধাচারের ধারণা তৈরি হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুরা বাইরের জগতকে চিনতে শুরু করে। সমাজ এবং সমাজের মানুষ সম্পর্কে তার মনে নানা রকম ধারণা তৈরি হয়। সহপাঠীদের মাধ্যমে বা পরিবারের বাইরে অন্যান্য মানুষের সংস্পর্শে এসে শিশুরা নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। এসব সাহচর্য শিশুদের রুচি, সিদ্ধান্ত নিতে পারার সক্ষমতা এবং জীবন-যাত্রাকে প্রভাবিত করে। শিশুদের মধ্যে মূল্যবোধ শিক্ষার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকলে তারা নানা সাহচর্যের প্রভাবেও মূল্যবোধের প্রয়োগের মাধ্যমে সে তার চরিত্রে শুদ্ধাচার বজায় রাখে। সে হঠাৎ কোনো বদভ্যাস গ্রহণ করে ফেলে না বরং যেখানে কোন অগ্রহণযোগ্য কাজের চর্চা হয় সেখান থেকে সে দূরে থাকতে চেষ্টা করে।

অংশ-খ: মূল্যবোধ বিকাশের পদ্ধতি

১। রোল মডেল পদ্ধতি

শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। তারা যতটা না পাঠ করার মাধ্যমে শেখে তার থেকে অনেক বেশি তারা দেখার মাধ্যমে শেখে। তাই মূল্যবোধ শিক্ষণের ক্ষেত্রে অবশ্যই শিক্ষককে সেই মূল্যবোধ শ্রেণিকক্ষে চর্চা করতে হবে। যেমন- সবসময় সত্য কথা বলা, সবার প্রতি ভালবাসা, সহানুভূতি এবং সমানুভূতি প্রদর্শন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। শিক্ষকের ইতিবাচক আচরণ শিক্ষার্থীরা উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করে এবং তা তারা তাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে।

২। মনীষীদের গল্প বলা

যেসব মনীষী তাদের জীবনে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চর্চা ও প্রচার করে গেছেন তাঁদের জীবন-কথা শিশুদের অনুপ্রাণিত করে। শিশুরা এ ধরণের গল্প থেকে কিভাবে সৎ, ন্যায়পরায়ণ এবং বন্ধুসুলভ হতে হয় তার কিছু বাস্তব উদাহরণ পেয়ে থাকে। এ ধরণের গল্প শিশুদের বহুদিন পর্যন্ত মনে থাকে এবং পরবর্তিতে এই শিশুরা ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং সাহিত্য চর্চায় আগ্রহী হয়ে ওঠে।

৩। শিশুতোষ সাহিত্য চর্চা

শ্রেণিকক্ষকে আনন্দময় করার লক্ষ্যে সাধারণত শিশুতোষ সাহিত্য চর্চা করা হয়। এসব ছড়া, গল্প ও কবিতার মাধ্যমে শিশুরা অনেক মূল্যবোধ শিখতে পারে। তাই শ্রেণিকক্ষে চর্চার ক্ষেত্রে সাধারণত সেসব সাহিত্য উপকরণকেই বেছে নেয়া উচিত যেন তা চর্চার মাধ্যমে আনন্দ লাভের পাশাপাশি শিশুরা নৈতিক শিক্ষাও অর্জন করে।

৪। প্রায়োগিক শিক্ষা

শিশুরা যেন মূল্যবোধ তাদের জীবনে প্রয়োগ করে সেজন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। শিশুরা যা শিখছে তা একক কাজ ও দলীয় কাজ প্রদানের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে বা সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমে প্রয়োগ করতে বলা হবে।

৫। ইতিবাচক আচরণকে মূল্যায়ন

যেসব শিশু ইতিবাচক আচরণ করবে তাদেরকে প্রশংসা করতে হবে বা তাদের জন্য পুরস্কারের আয়োজন করা যেতে পারে। এতে অন্যান্য শিশুরাও ইতিবাচক আচরণ করতে উৎসাহিত হবে। যেসব শিশু কোনো নেতিবাচক আচরণ করবে তাকেও কোনো শাস্তি বা তিরস্কার করা যাবে না। তাকে ভালবাসা প্রদর্শনপূর্বক বোঝাতে হবে কেন নেতিবাচক আচরণ করা তার উচিত হয়নি এবং তার আসলে কি ধরণের আচরণ করা উচিত।

৬। সহজবোধ্য ও কার্যকর যোগাযোগ পদ্ধতি

শিক্ষকগণ অবশ্যই শিশুদের সাথে সহজবোধ্য ভাষায় কথা বলবেন। কঠিন শব্দ, অস্পষ্ট বাক্য এবং রূঢ় স্বরে কথা বলবেন না। আন্তরিক মনোভাব নিয়ে, শ্রুতিমধুর স্বরে এবং স্পষ্টভাবে কথা বলতে হবে। কোন কিছু শেখানোর সময় শিশুদের দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা থেকে উদাহরণ দেয়া উচিত যা শিশুরা সহজেই বুঝতে পারে। শ্রেণিকক্ষের সবশিশু যেন শিক্ষকের কথা স্পষ্টভাবে শুনতে পায় এবং শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারে সেদিকে শিক্ষক খেয়াল রাখবেন।

৭। গণমাধ্যমের উপযুক্ত ব্যবহার

বর্তমানে বেশিরভাগ শিশুই গণমাধ্যমে নানা ধরণের অনুষ্ঠান দেখছে। অনেকে ইন্টারনেটও ব্যবহার করছে। গণমাধ্যমে শিশুরা যেন এমন অনুষ্ঠান দেখে যেন তা একইসাথে শিক্ষামূলক ও বিনোদনমূলক তা নিশ্চিত করতে হবে। ইন্টারনেট ব্যবহার করলে অবশ্যই যেন তা পিতা-মাতার নির্দেশনা অনুযায়ী হয় তা খেয়াল রাখতে হবে।

অধিবেশন-৮	বিশ্ব নাগরিকত্ব দক্ষতা (Global Citizenship Skill)	সহায়ক তথ্য

অংশ-ক: শিক্ষার্থীর বিশ্ব নাগরিক দক্ষতা

বিশ্ব নাগরিকত্ব হল এমন একটি ধারণা যা মানুষকে বৈশ্বিক পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট উপলব্ধি করে সেখানে তার অবস্থান সুনির্দিষ্ট করতে সহায়তা করে। বিশ্ব নাগরিকত্বের দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তি জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার নিজ পরিসর, সমাজ, সংস্কৃতি তথা দেশে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে একটি যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন করেন যা বৈষম্যহীন বিশ্ব তৈরিতে এবং মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখে। বিশ্ব নাগরিকত্বের দক্ষতাসম্পন্ন প্রজন্ম দেশ তথা বিশ্বের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বৈশ্বিক নাগরিকত্ব মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে সকলের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ, সহনশীল, একীভূত, সুরক্ষিত এবং টেশসই বিশ্ব গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করে (জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১)।

শিক্ষার্থীর বিশ্ব নাগরিক দক্ষতা হল সেই দক্ষতাগুলি যা শিক্ষার্থীদের বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমস্যাগুলি সম্পর্কে বোঝার এবং সম্মান করার ক্ষমতা দেয়। এই দক্ষতাগুলি শিক্ষার্থীদের একটি বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে এবং একটি ন্যায়সঙ্গত এবং টেকসই বিশ্ব গঠনে অবদান রাখতে সাহায্য করে।

শিক্ষার্থীর বিশ্ব নাগরিক দক্ষতার কিছু উদাহরণ হল:

বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান: শিক্ষার্থীরা বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভূগোল, এবং বর্তমান ঘটনা সম্পর্কে জানতে হবে।

সমালোচনামূলক চিন্তা: শিক্ষার্থীরা বিশ্বের তথ্য এবং ধারণাগুলিকে সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করতে এবং মূল্যায়ন করতে সক্ষম হতে হবে।

সৃজনশীল চিন্তা: শিক্ষার্থীরা বিশ্বের সমস্যাগুলির নতুন এবং উদ্ভাবনী সমাধান তৈরি করতে সক্ষম হতে হবে।

যোগাযোগ: শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সাথে কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে সক্ষম হতে হবে।

সহযোগিতা: শিক্ষার্থীরা অন্যান্য সংস্কৃতির মানুষের সাথে সহযোগিতা করতে সক্ষম হতে হবে।
নেতৃত্ব: শিক্ষার্থীরা বিশ্বের পরিবর্তন আনতে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হতে হবে।

বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষা

বিশ্ব নাগরিক

বিশ্বনাগরিক হলো এমন এক মানব দর্শন, যেখানে ভৌগলিক ও রাজনৈতিক সীমানা পেরিয়ে এক পরিচয়ে বেড়ে উঠতে পারে। আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য বিশ্ব নাগরিক হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। বিশ্ব নাগরিক হওয়ার মধ্য দিয়ে একজন নাগরিক বিশ্বনেতৃত্ব ও কর্তব্য পালনের যোগ্যতা অর্জন করে।

বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষা মূলত তিনটি মৌলিক ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত।

বুদ্ধিবৃত্তিক	**সামাজিক-আবেগীয়**	**আচরণগত**
জ্ঞান, বোঝাপড়া, **বিশ্লেষণধর্মী** চিন্তাশীলতা চর্চা করা হয় যার মাধ্যমে স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহে আলোকপাত করা হয়।	মানবিকতা, মূল্যাবোধ, দায়িত্বশীলতা, একাত্মতা এবং পরমতসহিষ্ণুতার চর্চা করা হয়।	কার্যকর ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কীভাবে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তি ও টেশসই উন্নয়নে কাজ করা যায় তার চর্চা করা হয়।

শিক্ষা কার্যক্ষেত্রসমূহ

বুদ্ধিবৃত্তিক	**সামাজিক-আবেগীয়**	**আচরণগত**
শিক্ষার মূখ্য প্রত্যাশিত ফলাফল		
শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দেশ ও জাতি সম্পর্কে এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাবলি ও এদের আন্ত:সম্পর্ক ও আন্ত:নির্ভরশীলতা বিষয়ে অবগত হবে।	শিক্ষার্থীরা সাধারণ মানবিক গুণাবলি অর্জন করবে, তারা দায়িত্বসমূহ ভাগ করে নিবে।	শিক্ষার্থীরা একটি শান্তিপূর্ণ ও টেকসই পৃথিবীর জন্য স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যকরী ও দায়িত্বশীলভাবে কাজ করবে।
তারা বিশ্লেষণধর্মী পারদর্শিতা অর্জন করবে।	তারা পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সম্প্রীতি অর্জন করবে এবং বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।	তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রেষণা ও প্রেরণা লাভ করবে।
শিক্ষার্থীর মৌলিক গুণাবলি		
তথ্যভিত্তিক ও বিশ্লেষণী ক্ষমতাসম্পন্ন স্বাক্ষর	সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল	নৈতিকতাসম্পন্ন এবং নৈতিক জীবনে অভ্যস্ত
স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও বৈশ্বিক ইস্যু, শাসন ব্যবস্থা ও কাঠামোসমূহ জানবে	আত্মপরিচয়, সম্পর্ক ও একাত্মার চর্চা ও ব্যবস্থায় সক্ষম হবে।	যথাযথ দক্ষতা, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করবে।
স্থানীয় ও বৈশ্বিক সম্পর্ক ও আন্ত:সম্পর্ক বুঝতে সক্ষম হবে	মানবিক অধিকার-ভিত্তিক দায়িত্ব ও মূল্যবোধ বিনিময় করবে।	শান্তিপূর্ণ ও টেকসই বিশ্বের জন্য ব্যক্তিক ও সামাজিক দায়-দায়িত্ব প্রদর্শন করবে
তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ দক্ষতার উন্নয়ন হবে,	বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি প্রশংসা ও শ্রদ্ধশীল দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন হবে,	
বিষয়াবলি		
১। স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কাঠামো	৪। বিভিন্ন পর্যায়ের পরিচয়	৭। ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ
২। যেসব সমস্যা স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমন্বয়কে প্রভাবিত করে	৫। বিভিন্ন দলের জনগণ কীভাবে একসাথে থাকে ও তাদের মধ্যকার সম্পর্ক	৮। নৈতিক দায়িত্বশীলতা
৩। অন্তর্নিহিত ধারণা ও ক্ষমতার প্রবাহ	৬। বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা	৯। সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত থাকা

অংশ-খ: বিশ্ব নাগরিকত্ব দক্ষতা বিকাশের উপায়

বিশ্ব নাগরিকত্ব দক্ষতা বিকাশের জন্য বিভিন্ন উপায় রয়েছে। এই দক্ষতাগুলি বিকাশে সহায়তা করার জন্য শিক্ষকদের বিভিন্ন শিক্ষামূলক কার্যকলাপ এবং পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীরা বিশ্ব নাগরিকত্ব দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন কার্যকলাপেও জড়িত হতে পারে।

শিক্ষার্থীর বিশ্ব নাগরিকত্ব দক্ষতা বিকাশের জন্য শিক্ষকরা নিম্নলিখিত কার্যকলাপ এবং পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করতে পারেন:

বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে শিক্ষা: শিক্ষার্থীদের বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভূগোল, এবং বর্তমান ঘটনা সম্পর্কে জানতে হবে। শিক্ষকরা বিভিন্ন শিক্ষামূলক উপকরণ ব্যবহার করে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করতে পারেন, যেমন বই, নিবন্ধ, ভিডিও, এবং ওয়েবসাইট-ভিত্তিক শিক্ষা।

সমালোচনামূলক চিন্তা এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বিকাশ: শিক্ষার্থীরা বিশ্বের তথ্য এবং ধারণাগুলিকে সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করতে এবং মূল্যায়ন করতে সক্ষম হতে হবে। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরণের সমস্যা সমাধানের কার্যকলাপ এবং প্রকল্পে জড়িত করতে পারেন।

সৃজনশীল চিন্তা এবং উদ্ভাবন উৎসাহিত করা: শিক্ষার্থীরা বিশ্বের সমস্যাগুলির নতুন এবং উদ্ভাবনী সমাধান তৈরি করতে সক্ষম হতে হবে। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরণের সৃজনশীল প্রকল্পে জড়িত করতে পারেন।

যোগাযোগ এবং সহযোগিতা দক্ষতা বিকাশ: শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সাথে কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে এবং সহযোগিতা করতে সক্ষম হতে হবে। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরণের যোগাযোগ এবং সহযোগিতামূলক কার্যকলাপ এবং প্রকল্পে জড়িত করতে পারেন।

নেতৃত্ব দক্ষতা উন্নয়ন: শিক্ষার্থীরা বিশ্বের পরিবর্তন আনতে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হতে হবে। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরণের নেতৃত্বের ভূমিকা এবং প্রকল্পে জড়িত করতে পারেন।

বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সাথে যোগাযোগ এবং মিথস্ক্রিয়া: শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সাথে যোগাযোগ এবং মিথস্ক্রিয়া করে বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং বোঝতে শিখতে পারে। তারা বিভিন্ন ধরণের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারে, বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করতে পারে বা বিভিন্ন সংস্কৃতির সম্প্রদায়ের সাথে স্বেচ্ছাসেবক হতে পারে।

বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জানতে এবং শিখতে: শিক্ষার্থীরা বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জানতে এবং শিখতে বিভিন্ন ধরণের তথ্য উৎস ব্যবহার করতে পারে, যেমন সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, বই, এবং ওয়েবসাইট। তারা বিভিন্ন ধরণের সামাজিক সমস্যা সমাধানের প্রকল্পেও জড়িত হতে পারে।

বিশ্বের পরিবর্তন আনতে কাজ করা: শিক্ষার্থীরা বিশ্বের পরিবর্তন আনতে বিভিন্ন উপায়ে কাজ করতে পারে, যেমন স্বেচ্ছাসেবকতা, রাজনৈতিক কার্যকলাপ বা সামাজিক উদ্যোগে জড়িত হওয়া।

শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা একসাথে কাজ করে বিশ্ব নাগরিকত্ব দক্ষতা বিকাশের জন্য একটি শক্তিশালী পরিবেশ তৈরি করতে পারেন। এই দক্ষতাগুলি বিকাশের মাধ্যমে, শিক্ষার্থীরা একটি ন্যায়সঙ্গত এবং টেকসই বিশ্ব গঠনে অবদান রাখতে এবং বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে বোঝাপড়া এবং সহযোগিতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে সক্ষম হবে।

তথ্যসূত্রঃ

বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা, জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ৭, প্যালেস দ্য ফন্টেনয়, ৭৫৩৫২ প্যারিস ০৭ এসপি, ফ্রান্স কর্তৃক ২০১৫ সালে প্রকাশিত।

UNESCO (2014). Global citizenship education: Preparing learners for the challenges of the 21st century.